যুগান্তর

তারিখ 05 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার্থীশূন্য রাবি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও পুলিশের অবস্থান

ভর্তি কার্যক্রম চলবে

জিয়াউল গনি সেলিম, রাজশাহী ব্যুরো

হামলা, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, সংঘর্ষ, ভাঙচুর ও গুলির পর এখন শুনশান নীরবতা মতিহারের সবুজ ক্যাম্পাসজুড়ে। সান্ধ্যকোর্স বন্ধ ও বর্ধিত ফি বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর রোববার ছাত্রলীগ ও পুলিশের হামলার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করায় শিক্ষার্থীশূন্য। বন্ধ হয়ে গেছে ক্যাম্পাসের দোকানপাটও। তবে ফাঁকা ক্যাম্পাসেও থেমে নেই ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মহড়া। আর শিক্ষার্থীদের আড্ডার স্থানগুলোতে অবস্থান নিয়েছে পুলিশ। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ভবনে তালা ঝুলানো। কোনো শিক্ষার্থীর আনাগোনা নেই। বন্ধ সব দোকানপাট। এমন কি ক্যাম্পাসের চা স্টলগুলোও গুটিয়ে নেয়া হয়েছে।

ক্যাম্পাসের আড্ডাস্থল টুকিটাকি চত্বর, ইবলিশ চত্বর, মিডিয়া চত্বর, লিচু তলা, পরিবহন মার্কেট, সিনেট ভবন এলাকায় যেন পিনপতন নীরবতা নেমে এসেছে। হাজার শিক্ষার্থীর পদচারণায় মুখর সেই ক্যাম্পাসে এখন ভুতুড়ে পরিবেশ। তবে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ক্যাম্পাসে মহড়া দিতে দেখা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মেহেদি [illegible] হাসান ও যুগ্ম সম্পাদক গোলাম কিবরিয়ার নেতৃত্বে ১০-১২ ছাত্রলীগ কর্মী সাড়ে ১১টার দিকে ক্যাম্পাসে মহড়া দেন। পরে তারা পুরানো ফোকলোর চত্বরে অবস্থান নেন। এছাড়া নিরাপত্তার সব দায়িত্ব প্রশাসনের হাতে ন্যস্ত করায় ক্যাম্পাস এখন পুলিশের দখলে। অতিরিক্ত পুলিশ অবস্থান করছে। এদিকে রোববারের সংঘর্ষ ও ভাঙচুরের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ড. সা'দ আহমেদ বাদী হয়ে দুটি মামলায় ১০০ জনের নাম উল্লেখ করে আরও অজ্ঞাত ৩০০ জনের নামে মামলা করেছেন। এছাড়া পুলিশের পক্ষ থেকে মতিহার থানার এসআই মাসুদুর রহমান বাদী হয়ে ৯০ জনের নাম উল্লেখ করে আরও ৩০০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে দুটি মামলা করেছেন।